‘দয়াল বাবা কেলা খাবা? গাছ লাগাইয়া খাও - - -

সম্পাদকের বয়ান

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রায়শঃ দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের লোকেরা হরেক কিছিমের ‘মালমশলা’ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম চমক সৃষ্টি করে থাকে। গান, নাটক, চলৎচিত্র থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গ অধিবাসীরা ওপাড়ের লোকদের হৃদয়ে প্রায়ই আঁচড় দিয়ে থাকে। ভাটির দেশ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দাদেরকে ওরা ‘বাঙ্গাল’ বলে হেয় করলেও তাদের সংস্কৃতিকে অনিচ্ছা সত্তেও লোভাতুর জিভ্ দিয়ে চেখে তুলে নিচ্ছে যুগ যুগ ধরে। চলৎচিত্র ও যাত্রা শিল্পে পশ্চিম বঙ্গে ‘বেদের মেয়ে জোছনা’ ও ‘বাবা কেন চাকর’ অথবা ‘স্বামী কেন মরেনা’ যখন সুনামী কম্পন তুলছিল, তখন অস্কার বিজেতা, বাংলার কিংবদন্তী ও শিল্পী-স্রষ্ঠা সত্যজিৎ রায় পুর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে আহত স্বরে কাতরে উঠে বলেছিলেন “এগুলো হচ্ছেটা কী?” ইদানিং পুর্ববঙ্গের আরেকটি গান ‘দয়াল বাবা কেলা খাবা?’ হাটে-বাজারে, মন্দিরে-মাজারে ও পুজো মন্ডপ থেকে শুরু করে শ্মশান ঘাটের চন্ডাল এবং গঙ্গা-ঘাটের পান্ডা সহ আমজনতা সকলের মুখে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শ্রী সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে এবার হয়তবা গোঙরানোর সুযোগও পেতেন না, গানটি শোনার সাথে সাথে তিনি নির্ঘাৎ অক্কা পেতেন। বছরখানেক আগে কোলকাতার মহানগরের আবাসিক অঞ্চল গড়িয়াতে ‘উজ্জল সংঘ’ নামক একটি ক্লাবের অনুষ্ঠানে গাওয়া গানটি মনে হয় প্রয়াত শিল্পী মাইকেল জ্যাকসনও গাওয়ার লোভ সামলাতে পারলেন না। নীচের দুটি পকেটে টোকা মেরে তাহলে শুনুন মাইকেল জ্যাকসন এবং এপাড়ের বাঙ্গালরা ওপাড়ের বাঙ্গালিদেরকে সুরে সুরে কীভাবে কুপোকাৎ করেছে - - -

টোকামারুন
বাঙ্গাল শিল্পী

টোকামারুন
মাইকেল জ্যাকসন